ভারত ২: সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পাছে পান করে ফেলে হলাহল

বিজ্ঞানে এগিয়ে ছিল ভারত, মিশর আর মেসোপটেমিয়া
দুটি আজ ধূলিসাৎ, জ্বলে শুধু ভারতের উদ্ভাবক হিয়া।

দ্বিতীয় পর্বে ভারতের নানা বাধার কথা বলার আগে তার অর্জন ও বিশ্বজনের কাছে তার অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতির দিকটি আর একটু দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

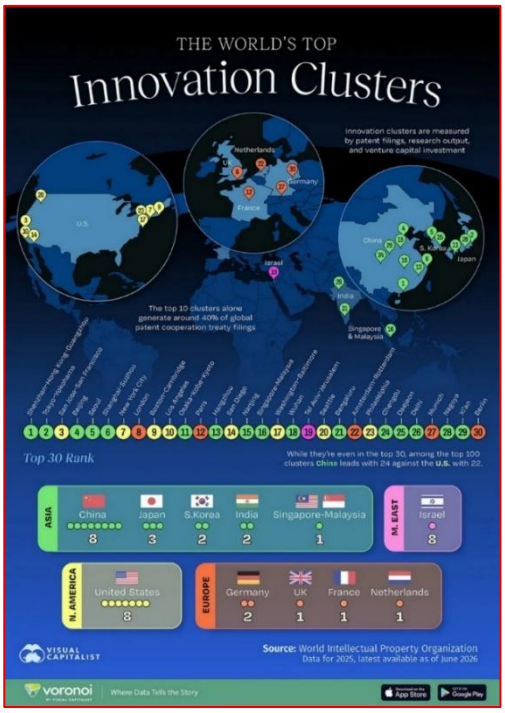

ছবি-১ বর্তমান পৃথিবীর উদ্ভাবনাকেন্দ্রগুলির মানচিত্রে প্রস্ফুটিত আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার সাথে ভারতের পার্থক্য।[১] উদ্ভাবনের ভরকেন্দ্র এশিয়ায় সরে আসাও লক্ষ্যণীয়। এশিয়ার কিছু দেশের প্রজা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতে রূপান্তর আজকের দুনিয়ায় নতুন রকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। স্বাভাবিকভাবে স্থিতাবস্থা যাদের সুখের কারণ তারা এই নতুন বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।

ছবি-২ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, এ দেশের বিশালতাও ভারতের প্রতি আকর্ষণের আর একটি প্রধান কারণ। এ দেশ আগামী দিনে বহু বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক তৈরি করবে এমন আশা।[২] তার জন্য স্কুল-কলেজ ও সমাজে প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্ক পরিবেশ সৃষ্টি করা, তাকে টিঁকিয়ে রাখা ও প্রসারিত করা। সমাজের ভিত্তি প্রমাণনিরপেক্ষ বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ালে সেখানে যন্ত্রবিদ (টেকনিশিয়ান) তৈরি হলেও উচ্চস্তরের বিজ্ঞানচর্চা বা গবেষণার বিকাশ হওয়া যে কতটা অসম্ভব তা আজকের আরব দুনিয়ায় জ্ঞানচর্চার পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায়।

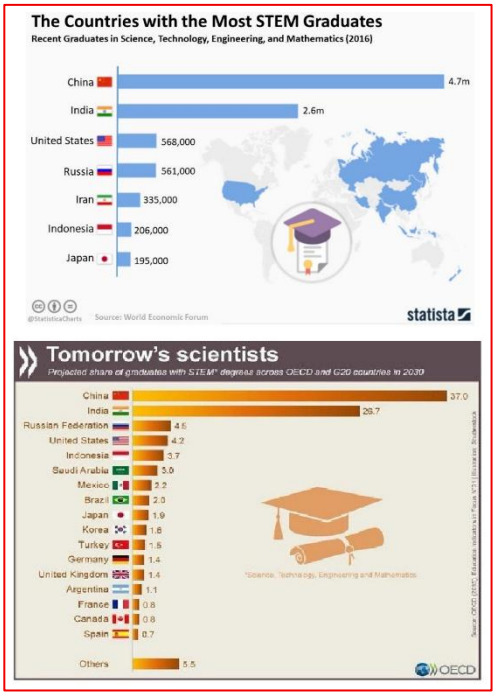

বুদ্ধি তো তাদেরও আছে, তবুও বলো কেন

উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা পশ্চাৎপদ হেন?

প্রাকৃতিক সম্পদে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মহাদেশ আফ্রিকা[৩], অথচ বিশ্বের সবচেয়ে গরীব দেশগুলোর মধ্যে উনিশটিই আফ্রিকায়। এই দেশগুলি স্বাধীন। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে ধর্ম বা উপজাতিভিত্তিক বিবাদ লেগে থাকার জন্য তাঁরা ভালো স্কুল-কলেজ, নিরপেক্ষ আইন বা পুলিশি ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। ফলে তাঁরা নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করে জীবনযাত্রায় উন্নতি আনতেও অক্ষম হয়ে পড়েন। শিক্ষা ও সামরিক শক্তি দুটিই কম থাকার ফলে প্রাক্তন উপনিবেশবাদীরা যখন উদ্ধারকর্তা সেজে সে সব দেশে এসে তাদেরই খনিজ সম্পদ তোলার যে চুক্তি করে তার ভালোমন্দ ঠিক করে বিচার করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। অসহায় ভাবে তারা দেখে যে সামান্য কিছু দেশবাসীকে ঘুষ বা অন্যভাবে তুষ্ট করে বিদেশীরা দেশের সম্পদ আইনী পথে লুট করে নিয়ে যায়। এই কারণে এক বিরাট সংখ্যক আফ্রিকাবাসীর কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ আশীর্বাদের জায়গায় অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে আপাত শান্তিপূর্ণ কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাঁড়ার আবিষ্কার হতেই সেখানে অশান্তি শুরু হয়। যেমন ধরুন, অনেক খনিজ তেল পাবার পর সুদান দেশটি ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে গেল আর মোজাম্বিক-এর সামুদ্রিক এলাকায় অভাবনীয় প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার হবার পর দেশে আভ্যন্তরীণ অশান্তির ফলে সে গ্যাস তুলে বিক্রি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতিসঙ্ঘ (ইউনাইটেড নেশনস) ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইনের প্রয়োগ দুর্বল হয়ে যাবার ফলে এখন দেশে দেশে যুদ্ধ ও অস্থিরতা বাড়ছে কিন্তু ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ট্রেডমার্ক হয়ে তাদের সামূহিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা ছোট ছোট পুরনো বিবাদ ভুলতে পারছে না, অথবা পারতে দেওয়া হচ্ছে না। ওদিকে ইউরোপের দেশগুলো দুটো বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও চারটে মহাদেশ জুড়ে কলোনির জন্য হাতাহাতি'র তিক্ত স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে সীমান্তহীন ইউনিয়ন বানিয়ে ফেলেছে।

খাদ্য নেই, শিক্ষা নেই, গাত্রে নেই বস্ত্র,
তাদের কাছেই দেখছি তবু হরেক রকম অস্ত্র।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় দেশে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব থাকলেও ভ্রাতৃঘাতী লড়াই-এর জন্য রাইফেল এমন কি রকেট লঞ্চার-এর অভাব হয় না। প্রশ্ন হল যারা একটি উন্নতমানের পিস্তল তৈরি করতে অক্ষম তারা এত আধুনিক অস্ত্র পায় কোথা থেকে?

নীচের ছবিতে দেখুন মানুষে মানুষে লড়াই করার অস্ত্র বানানোর কারিগর কারা।[৪,৫] আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, অস্ত্র উৎপাদন পৃথিবীর উন্নততম প্রযুক্তির একটি যেখানে প্রগতি এত দ্রুত যে আজকে যে অস্ত্র কারখানায় প্রথম উৎপাদিত হল, গবেষণাগারে তার চেয়েও উন্নত স্তরের কিছু গতকালই রূপ পেয়ে গেছে। এর ফলে প্রচুর অস্ত্র তামাদি হয়ে যায়, উন্নত দেশে সেগুলিকে মাটিচাপা দিতে গেলেও পরিবেশবাদীরা তুমুল বিবাদ খাড়া করে। সেই তামাদি হয়ে যাওয়া অস্ত্রগুলিই এশিয়া, আফ্রিকার কলহপ্রবণ দেশগুলিতে সস্তায় চালান করে দেওয়া হচ্ছে কি না ভেবে দেখা প্রয়োজন।

কারাই বা এগিয়ে থাকে, কারা কেবল মিছে
ভাইএর সাথে কোঁদল করে, পড়েই থাকে পিছে?

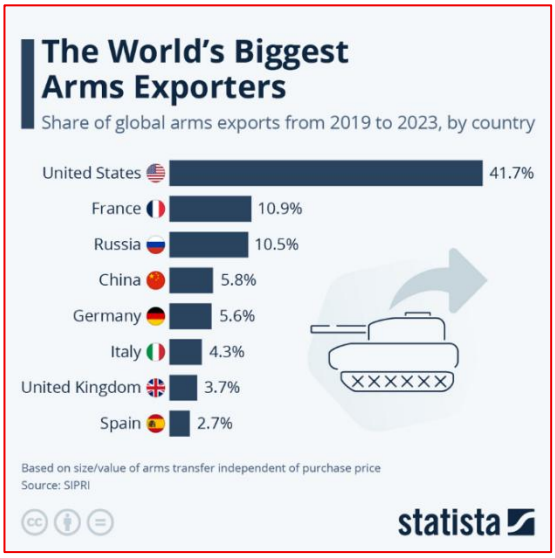

ছবি ৩

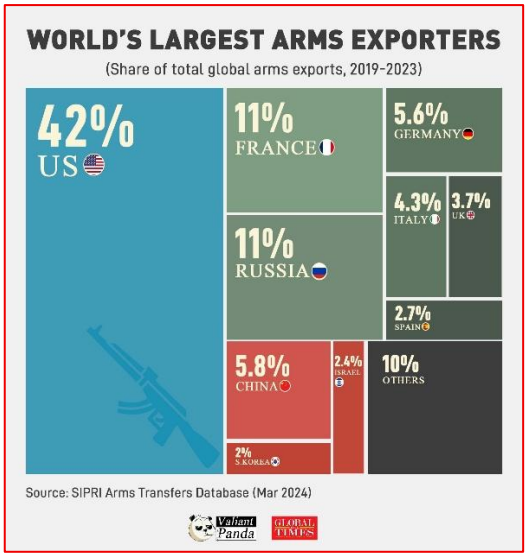

ছবি ৪

ওপরের ছবিদুটি দেখায় উন্নত দেশগুলি অস্ত্র শুধু আত্মরক্ষার জন্য বানায় না, সেগুলো বাইরে রপ্তানি করে (ভারত আর পাকিস্তান অস্ত্র আমদানীতে অগ্রণী)। দ্বিমুখী এ ব্যবস্থার ফলে রপ্তানীকারকদের মুনাফা আসে আর আমদানীকারী গরীব দেশগুলি প্রায়ই তাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বাজেট কমিয়ে সে টাকা দিয়ে অস্ত্র কেনায় দেশগুলির অসুস্থতা আর অশিক্ষা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা পিছিয়ে যেতে থাকে।

প্রগতির তীর্থপথে সঙ্গী চারজন
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তি আর সুশাসন।

শিক্ষা-

ছবি-৫ টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ছাপা এই ছবিটি যেন ছাত্রদের আশা আর স্বপ্নের সমাধি। ছাত্রাভাবের কারণে এ রকম বেশ কিছু স্কুল বন্ধ করে অন্য স্কুলের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর ফলে যে সব শিশু বা মেয়েদের (বড় ছেলেদের সমস্যা কম) দূরের স্কুলে যাওয়া অসুবিধা তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়া ছেড়ে দেয় (ড্রপ আউট)।

গত এক দশকে ভারতে জনসংখ্যা বাড়লেও বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রধানতঃ ৯৩০০০ সরকারী স্কুল (দৈনিক হিসেবে প্রায় ২৫টি)।[৬] সেখানে বিনা মূল্যে শিক্ষা ও খাবারের (Mid-Day meal) ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও স্কুলগুলিতে ছাত্রাভাব ঘটার কারণ নিয়ে কোন গভীর-গম্ভীর-আন্তরিক আলোচনা চোখে পড়ে না। চোখে পড়েন কখনো নির্বাচনে কখনো জনগণনায় ব্যস্ত-বিব্রত সরকারী স্কুল শিক্ষকরা।

স্কুলে ভালভাবে পড়ানো হলে তার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে ছাত্ররা আজকের দুনিয়ায় প্রভূত উন্নতি করতে পারে। অবস্থা দেখলে মনে হয়, সংখ্যা বা গুণবত্তায় স্বাধীন ভারতে স্কুল শিক্ষা উচিৎ

গুরুত্ব পায় নি কখনো। ২০২৬-এর শুরুতে মধ্য প্রদেশে নির্বাচনী তালিকা সংশোধনে সারাদিন ব্যাপৃত মেয়েদের মিডল স্কুলের এক শিক্ষিকার সাথে এরকম কথা হল-

-আপনাদের স্কুলে কতজন শিক্ষক আর তাঁদের মধ্যে ক'জন এই কাজ করছেন?

-মোট শিক্ষক সাতজন, প্রধান শিক্ষিকা সহ চারজন এই কাজ করছি।

-কতদিন চলবে?

-অন্ততঃ তিন মাস।

-স্কুলে পড়ানো?

-আপনিই ভাবুন, কতটা সম্ভব।

(এর পরই এপ্রিল থেকে জনগণনার কাজ শুরুর কথা ঘোষণা হয়ে যায়।)

এই চিত্রটি সারা ভারতের। পড়ানো হয় না বলে অতি দরিদ্রও তাদের বাচ্চাদের উঁচু মাইনের বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে। বেসরকারি স্কুলগুলোও পড়াচ্ছে না। ২০২৫ সালে হরিয়ানার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় যে ১৮টি স্কুল থেকে একজনও পাস করতে পারে নি, তাদের মধ্যে ১৫টিই বেসরকারি পরিচালনাধীন। ১০ই জুন, ২০২৫ সালে এই বিষয়ে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে দেখি এ সব স্কুলে হিন্দি শিক্ষকের ইংরাজী, হিউম্যানিটিস এর শিক্ষকের ইউটিউব চালিয়ে বিজ্ঞান বা শরীরচর্চার (ফিজিক্যাল এডুকেশন) শিক্ষকের পদার্থবিদ্যা (ফিজিক্স) পড়ানোর ঘটনা।

আরও আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের বিবৃতি অনুসারে ভারতের প্রায় ১৫ লক্ষ স্কুলের মধ্যে ১,০৪,১২৫টিতে ২০২৪-২৫ সালে শিক্ষক ছিলেন মাত্র একজন।[৭] এ ধরণের স্কুলে শিক্ষকের অসুস্থতা, ব্যক্তিগত ছুটি, নির্বাচন বা অন্য কাজে শিক্ষকেরা যুক্ত হলে শিক্ষার অবস্থা কী হতে পারে তা বোঝা আদৌ কঠিন নয়।

প্রথম নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ২০০৫ সাল থেকে ভারতের স্কুলগুলির স্বাস্থ্য মূল্যায়নের জন্য একটি সার্ভে করে। তাঁরা ২০২৪ সালে ৬০৫টি জেলার ১৮০০০ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে পাঠরত ৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ ছাত্রের কাছে পৌঁছন।[৮] দেখা যাচ্ছে, সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয় নির্বিশেষে পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় অর্ধেক ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়তে বা তিনটি সংখ্যাকে একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারে না।

Std V: All-India figures show learning "recovery" since COVID in reading & arithmetic

% Children enrolled in Std V who can at least read a Std II level text and solve a 3-digit by 1-digit division problem: All India (rural) ASER 2018, 2022 & 2024

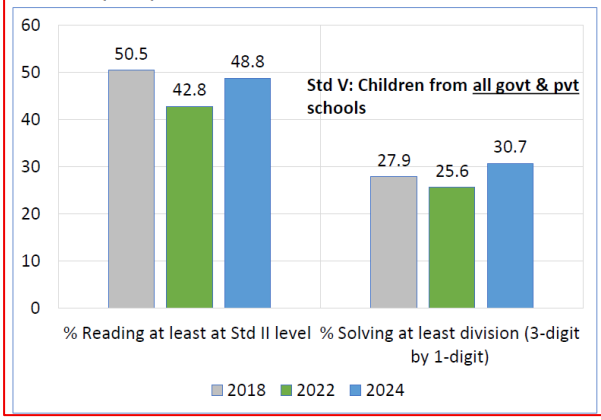

Learning level improvement by type of school	2022	2024	Percentage point increase in learning level
% Children in Std V who can at least read a Std II level text			
Govt schools	38.5	44.8	6.3 pc pt
Private schools	56.8	59.3	2.5 pc pt
% Children in Std V who can at least **solve division** problems (3-digit by 1-digit)			
Govt schools	21.6	26.5	4.9 pc pt
Private schools	38.7	41.8	3.1 pc pt

ছবি-৬ এএসইআর ২০২৪ গ্রামীন (ASER 2024 Rural) রিপোর্ট থেকে নেওয়া ওপরের ছবিটিতে বেসরকারি স্কুলের যে সামান্য তুলনামূলক ঔজ্জ্বল্য দৃশ্যমান, সেখানকার শিক্ষকদের সরকারি বিবিধ কাজে জড়িয়ে দিলে সেটি নিশ্চিৎ বিলীন হবে।

India vs OECD: The Scale of the Gap

Metric	India (Approx.)	OECD Average
Education spend (% of GDP)	~4.0–4.3%	~4.8–5.0%
Per-student spending (primary)	USD 2k–3.5k	~USD 10.7k
Per-student spending (secondary)	USD 3k–4.5k	~USD 11.9k
Per-student spending (tertiary)	USD 4k–6k	~USD 18.1k

ছবি-৭ ওইসিডি'র ৩৮টি দেশের তুলনায় ভারতের পড়াশোনার প্রতিটি স্তরে ছাত্রপিছু অনেক কম খরচ করছে।[৯]

জিডিপি'র শতকরা হিসাব ধরলে ভারত (৪.১%) চীন (৩.৯%) বা জাপান (৩.৩%) এর তুলনায় ভালো (দক্ষিণ কোরিয়া ৫.৪%) মনে হলেও জনসংখ্যার তারতম্যের জন্য ভারত, চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষায় মাথাপিছু খরচ দাঁড়ায় যথাক্রমে প্রায় ২৮০৯, ১৪৭৫৫, ৩৫৯০১ এবং ৩৭১১৫ আমেরিকান ডলার।[১০] টাকার যোগান শিক্ষাব্যবস্থার একটি দিক মাত্র। শিক্ষকদের অপ্রতুলতা ও কারণে-অকারণে অনুপস্থিতি ও খবরদারির অভাবের ফলে ভারতের স্কুল-কলেজ থেকে পাস করা ছাত্ররা উচিৎ কর্মক্ষেত্রে জায়গা পাচ্ছে না।

স্বাস্থ্য- ভারতীয়দের আয়ু বেড়েছে, স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিও হয়েছে অনেক। যার ফলে বিদেশ থেকেও মানুষ এখানে চিকিৎসা করাতে আসছেন। কিন্তু, সে সব দুধের ওপর ভাসতে থাকা সর-এর মতন। স্টান্টিং (অপুষ্টিজনিত খর্বতা) এবং ওয়েস্টিং (তীব্র অপুষ্টিজনিত পেশীর অভাব) এর ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা আজও অতি লজ্জাজনক। শিশুকালের অপুষ্টির জের ব্যক্তিগত জীবনে তো থাকেই, অনেক সময় বাবা-মা'র অপুষ্টি সন্তানদের ওপর প্রভাব ফেলে। অতি দ্রুত নজর না দিলে এ সঙ্কট বর্তমানে তো বটেই, ভারতের ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।[১১,১২]

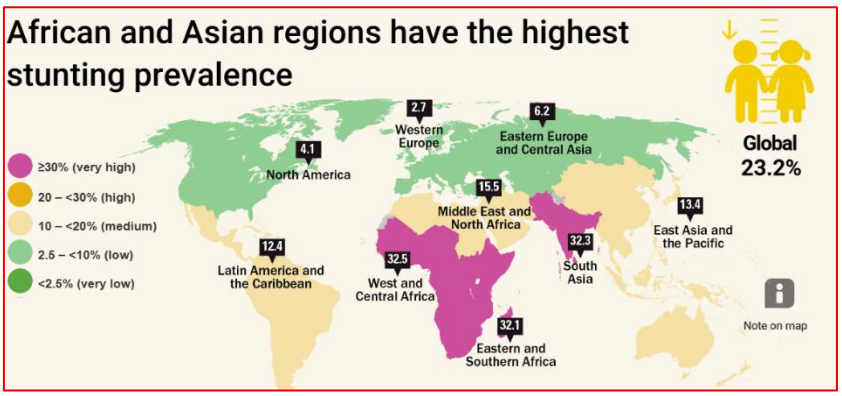

ছবি-৮ স্টান্টিং এর মানচিত্র। ভারতীয় উপমহাদেশের দুর্দশা আফ্রিকার সাথে তুলনীয়।

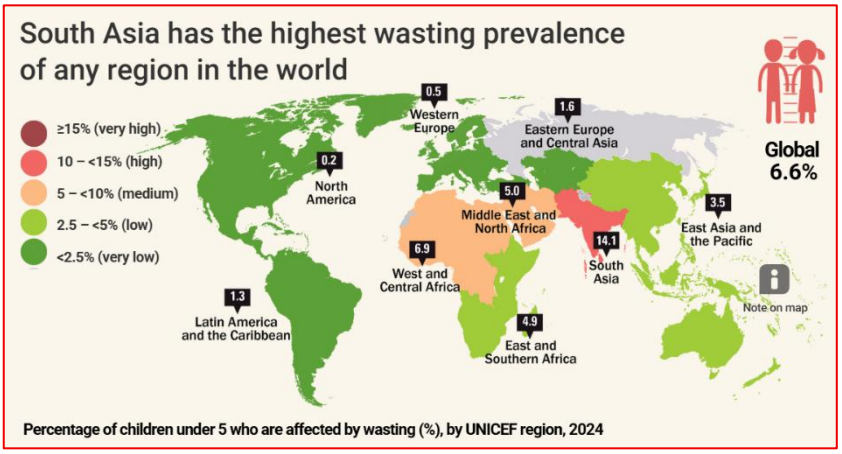

ছবি-৯ পেশীগত অপুষ্টির ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি আফ্রিকার চেয়েও খারাপ।

ভারতে পাঁচ বছরের নীচে প্রায় চার কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রতি দু'জন মহিলার মধ্যে একজন রক্তাল্পতায় ভোগেন, যার ফলে তাঁদের সন্তানরাও জন্মগত দুর্বলতা বহন করে। বিশ্ব ক্ষুধাসূচকে ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০২ হওয়ার কারণ নীচের ছবিতে।

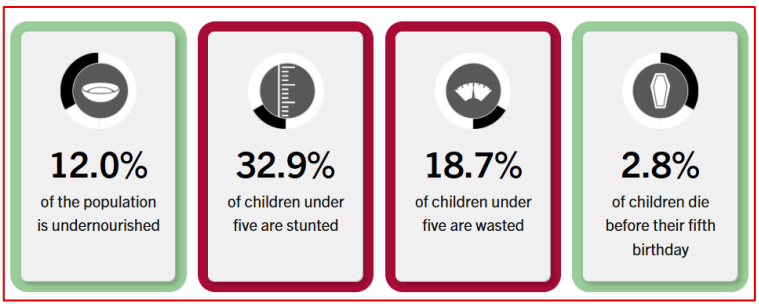

ছবি-১০ প্রতি তিনটি শিশুর মধ্যে একজন পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে খর্বকায়, আর একই কারণে প্রতি পাঁচটি শিশুর একটির পেশীর অভাবে দুর্বল।[১৩]

চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার উন্নত, সফল দেশের উদাহরণ। এদের মধ্যে চীন ছাড়া বাকি তিনটি দেশের বলার মত কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। তাদের উন্নতির কারণ শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যে বলীয়ান মানবসম্পদ। ভারতে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা যেন রামপ্রসাদের বিলাপগীতি "এমন মানবজমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা..."

শান্তি- আধুনিক যুগে যারাই উন্নতি করেছে তারাই সংঘাত এড়ানোর উপায় খুঁজেছে। এশিয়াতে প্রথম সারির তিনটি দেশ জাপান, চীন আর কোরিয়ার বিরোধের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও প্রাচীন। ১৯১০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপান পুরো কোরিয়া দখল করে রেখেছিল। সেখান থেকে বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য প্রায় আট লক্ষ কোরিয়ার মানুষকে জাপানে নিয়ে আসা হয়। বিশ্বযুদ্ধে, এটম বোমায় তাঁরা বহুল সংখ্যায় মারা যান। উত্তর চীন থেকেও জোর করে শ্রমিক আনা হয়। ১৯৪৫ -এ আমেরিকান সৈন্যরা উত্তর জাপানের হানাওকা-মনোগাতারি অঞ্চলে পৌঁছে দুর্দশাগ্রস্ত চীনা শ্রমিকদের উদ্ধার করে, সেখানে তাদের গণসমাধিস্থলও দেখতে পান তাঁরা। তবু এখন জাপান, চীন আর কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি নেই। ২০১৮ সালে জাপানে পাঠরত চীনা ছাত্রদের সাথে দেখা হয়। অবাক হয়েছি বুলেট ট্রেনে জাপানি, ইংরাজির সাথে চীনা ভাষাতেও ঘোষণা শুনে।

ভারতে এখন বিবিধ বাস্তব সমস্যার সাথে জুড়ে গিয়েছে নানা নতুন অশান্তি। আগে সেন্সর বোর্ডের পাস করা সব সিনেমাই চলত। এখন ভাঙচুর করা জনতা ঠিক করে কোন সিনেমা চলতে দেওয়া হবে কি না। তা ছাড়া আছে আবছায়া সন্দেহ। 'কেউ অন্যদিকে ভাল হলেও দেশকে ভালবাসে কি না', তলে তলে চক্রান্ত করছে না তো?' 'ঐ যে মানুষটার হাতে কালো প্যাকেট, তাতে নেই তো গোরু বা শুয়োরের মাংস?' ইত্যাদি ভাবনা নিজের কাজে মন বসাতে দেয় না। কারো বাচ্চা হলেও চিন্তা আসে, 'ও কি সংখ্যা বাড়িয়ে আমাদের পরিবারকে ধ্বংস করে দেবে?' 'ওর ছেলে চাকরি পেলে কি আমার ছেলের চাকরি হবে না?' এগুলো ছাড়াও আছে নাম। সে নিয়ে উত্তেজনায় যখন চিন্তাশীল ভারতবাসী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করছে, তখন ৮৭ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়া তাদের জাতীয় এয়ারলাইনের নাম গরুড়, বড় বড় ব্যাঙ্কের নাম মন্দিরি, গণেশ ইত্যাদি নিয়ে বিবাদহীন কালাতিপাত করতে করতে জাকার্তায় তাদের জাতীয় মনুমেন্টের সামনে রথারূঢ় কৃষ্ণার্জুনের একটি বিশাল স্থাপত্য রেখে দিয়েছে। নাম নিয়ে আপত্তি উঠলে সেখানকার মন্ত্রী বলছেন, ওগুলি ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের বদলানোর কোন পরিকল্পনা নেই।

সারা পৃথিবী যখন তাদের জন্য আঁচল বিছিয়ে রেখেছে, সেই উজ্জ্বল সময়ে ভারতীয়দের একটি অংশ ওপরের ভিত্তিহীন, অন্তহীন দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা ভুলতে বসেছে। অনেকে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ জীবনচর্যার দীর্ঘ ইতিহাস, সিপাহীবিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, নেতাজীর আই এন এ'র ইতিহাস ভুলে 'আমরা চিরকাল নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে এসেছি' ভাবনাটিকে ভাবছে ধ্রুব সত্য।

সুশাসন- ভারতে পুলিশ ও বিচারকরা তাঁদের অনুমোদিত সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ (৭০%) নিয়েই কাজ চালাচ্ছেন। এই ঘাটতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে আইনের প্রয়োগ ও অপরাধ সংস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর। ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে প্রতি ১,০০,০০০ জনের জন্য পুলিশ ছিল প্রায় ১৫৩ জন (অনুমোদিত সংখ্যা ১৯৬)। জাতিসংঘের সুপারিশ মেনে চললে ১,০০,০০০ জনের জন্য পুলিশকর্মী হওয়া উচিৎ অন্ততঃ ২২২ জন।[১৪] তা ছাড়া, পুলিশবলের একটি বিরাট অংশ দেশের রাজনীতিক, সরকারী সংস্থা বা বিখ্যাত মানুষদের নিরাপত্তায় ব্যস্ত থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণের কাছে পুলিশী ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি রূপকথার মত। এর ফলে ধনী-গরীব-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ পুলিশের ভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে দল বেঁধে নিজেদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে।

ভারতের প্রায় সর্বত্র পুলিশের কাছে অভিযোগ লেখানো অতি কঠিন। অভিযোগ বাড়লে তাঁদের কৃতিত্ব কমে। সেজন্য যে কোন থানাদার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে খাতা-কলমে তাদের রেকর্ড নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী। এর ফলে অপরাধের রেকর্ডে অবিশ্বাস্য অসঙ্গতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতের এককালীন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার (Central Information Commissioner) শৈলেশ গান্ধী ২০২১ সালে লিখেছেন, রেকর্ড-এর ভিত্তিতে যখন প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতে অপরাধ মাত্র ১৬৪টি, তখন সুইডেন, ব্রিটেন, কানাডা, জার্মানি ও আমেরিকায় ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ১৩,৮৩৫, ১০,৯৯৬, ৮,০২৫, ৭,৮৮৯ ও ৪,১২৯। নথিভুক্ত অপরাধ বিষয়ে লক্ষজনভিত্তিক ওপরের মানদণ্ডে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুশাসিত রাজ্য কেরল (৭২৮) আর সবচেয়ে সুশাসিত উত্তরপ্রদেশ (১২৮)-এর স্থান বিস্ময়োদ্দীপক।[১৫]

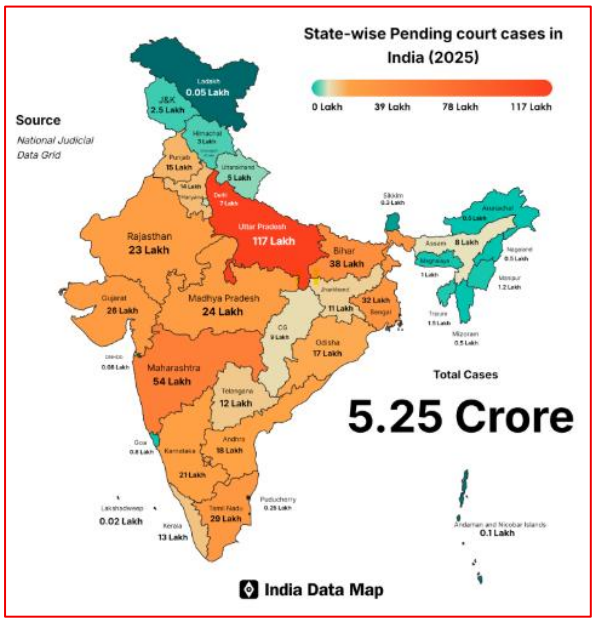

ছবি-১২ দক্ষিণ ভারতকে আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক স্থিতি শিক্ষা, স্বাস্থ্য অন্যান্য মানবিক সূচকে এগিয়ে থাকতে দেখা গেলেও বকেয়া মামলার ক্ষেত্রে সেই তার প্রতিফলন নেই। সময়মত বিচারের আবেদন যেন সারা ভারতে সমান প্রতিকারহীনতায় নিমজ্জিত।[১৬]

ছবি-১৩ ভারতের কোর্টগুলিতে লক্ষের হিসেবে বকেয়া মামলার (২০২৫) চিত্র।[১৭] সুপ্রিম কোর্ট থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত নীচের ছবিটির সারমর্ম হল প্রতি বছর যতগুলি মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে, আসছে তার চেয়ে অনেক বেশী নতুন মামলা তাই বকেয়া মামলার পাহাড়টির উচ্চতা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

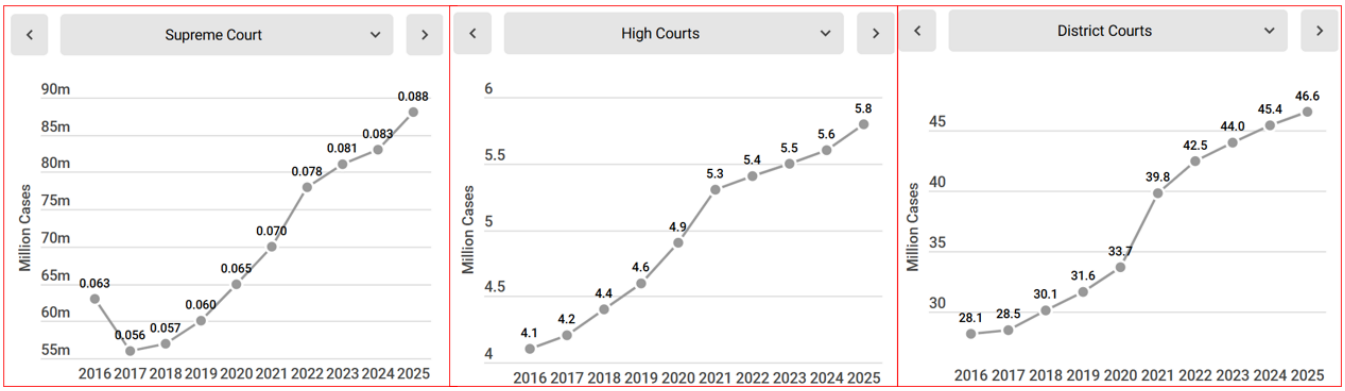

অনেক আগে প্রয়াত অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়কে উদ্ধৃত করে তাঁর একটি প্রবন্ধে সাংবাদিক ও লেখক তভলিন সিং লিখেছিলেন ভারতে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি হতে লাগে গড়পড়তা ২৩ বছর । ইঁট, পাথর, (ইদানীং ডিমও) ছোঁড়াছুড়ির ঘটনা, সামান্য অবিচারে আর এক জনকে খুন করে ফেলা, তীব্র গালিগালাজ ইত্যাদি বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের হতাশাই প্রকট করে না কি? ওপরে উল্লিখিত প্রবন্ধে তভলিন সিং এও লেখেন যে, চম্বলে গিয়ে তিনি দেখেছেন, জীবদ্দশায় কোর্টে বিচার পাবে না ভেবেই অনেকে বন্দুক তুলে নিয়ে 'বাগী' হয়ে গিয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে গরীব মানুষের হাতে বন্দুক নিয়ে মাওবাদী হয়ে যাওয়া তেমন কিছু যে নয়, সে গ্যারান্টি দেবে কে?

প্রথম পর্বের তথ্য দেখায় আজকের ভারত কেন স্বর্ণ সম্ভাবনাময় সুধাসাগরের তীরে বসে। এই পর্বে রইল সে সম্ভাবনার ফুলগুলির কুঁড়িতেই ঝরে যাবার কারণমালা। ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি গল্প সৃষ্টি করে, গল্পে বাঁচে। তাদের কাছে... সকলের কাছে অজুহাত থাকে, ইতিহাস থাকে, উপকরণ থাকে আশার কাহিনী লেখার বা হতাশার। আঁকড়ে ধরা গল্পটি কেমন তার ওপর নির্ভর করে ব্যক্তি বা জাতির ভবিষ্যৎ।

পরের পর্বে- ভারতের আগামী দিনের গল্পের কী উপাদান দেয় তার বর্তমান, ঐতিহ্য আর ইতিহাস, কোন গল্প সে বাছবে?

তথ্যসূত্র

১। https: / /www.visualcapitalist.com/mapped-the-worlds-top-innovation-clusters/

২। https://wikisolver.com/wp-content/uploads/2022/10/STEM-Graduates-2022.jpg

৩।https://www.worldatlas.com/articles/which-continent-is-the-richest-in-natural-resources.html

৪। https://www.statista.com/chart/18417/global-weapons-exports/

৫। https://www.globaltimes.cn/Portals/0/attachment/2024/2024-03-05/94119dc5-1e3e-4763-a066-9e9bb114d5da.jpg

৬। February 8, 2026: Over 93,000 Schools Shut Across India in a Decade; Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Top the List | Times Now (https://www.timesnownews.com/education/over-

93000-schools-shut-across-india-in-a-decade-uttar-pradesh-and-madhya-pradesh-top-the-list-article-153554231)

৭। Over 1 lakh single-teacher schools in India catering to over 33 lakh students: Data, ETEducation (https://education.economictimes.indiatimes.com/news/school-education/over-1-lakh-single-teacher-schools-in-india-catering-to-over-33-lakh-students-data/124508482)

৮। Annual Status of Education Report (ASER) Rural 2024

৯। How Much India Is Spending on Education from Its GDP — and How It Compares with the OECD Average (https://www.linkedin.com/pulse/how-much-india-spending-education-from-its-gdp-compares-ankit-pandey-r7krc/)

১০। https://www.worldometers.info/world-population/india-population/

১১। Child Malnutrition, July 2025 (https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/)

১২। UNICEF-WHO-World Bank: Joint Child Malnutrition Estimates 2025 edition – interactive dashboard - UNICEF DATA (https://data.unicef.org/resources/jme-dashboard/)

১৩। https://www.globalhungerindex.org/india.html

১৪। Internal Security Challenges, Aileen Mascarenhas, Theory of India, Mukhopahyay, Iyer & Verma Eds, ।Walnut Publication, 2025

১৫। Judging Indian police performance by just the crime statistics is a blunder, Shailesh Gandhi, Scroll, 30th October, 2021

১৬। https://indiadatamap.com/2025/10/18/pending-court-cases-in-india-2025/

১৭। Indian Courts 2016-2025- Data, Charts and Analysis, The Mirrority (https://www.themirrority.com/data/indian-courts)